উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব মোঃ খসরুজ্জামান

দেওয়ানী রিভিশন নং ২০২২/২০১৬

মোঃ নূরে আলম (আলম)

…….....দরখাস্তকারী.

বনাম

মোঃ মামুন এবং অন্যান্য

…….……….অপর পক্ষগণ.

জনাব কাজী রেজাউল হোসেন, এডভোকেট

……………. দরখাস্তকারীর পক্ষে.

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এডভোকেট

…….. অপরপক্ষ নং ১ এর পক্ষে.

রায়ের তারিখ: ২২.১১.২০১৮

১ নং অপরপক্ষকে (মোঃ মামুন, পিতা: মোঃ সুন্দর আলী) কারণ দর্শানোর জন্য রুল জারি করা হয়েছিল যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক খারিজকৃত স্বত্ব আপিল নং ৭৬/২০১৩-এ প্রদত্ত গত ০৩.০৪.২০১৬ ইং তারিখের রায় ও ডিক্রিটি কেন বাতিল করা হবে না, যে রায় ও ডিক্রিতে বিজ্ঞ সহকারী জজ, ২য় আদালত, ঢাকা কর্তৃক স্বত্ব মামলা নং ৪৭৯/২০০৭ এ ২৭.০৯.২০১২ ইং তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রিটি বহাল রাখা হয়েছিল এবং/অথবা এই আদালতের কাছে উপযুক্ত ও সঠিক বলে বিবেচিত অন্য কোনো বা অতিরিক্ত আদেশ বা আদেশসমূহ প্রদান করা হবে না।

১ নং অপরপক্ষ (মোঃ মামুন) বাদী হিসাবে দরখাস্তকারী (মোঃ নূরে আলম, বিবাদী নং ৩) এবং অপরপক্ষ নং ২ - ১০ (অপর পক্ষ নং ২-৩, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন; অপর পক্ষ নং ৪-৫, মো: শাহজাহানের ওয়ারিশ; অপর পক্ষ নং ৬-১০, মোঃ শাহ আলমের ওয়ারিশ) কে বিবাদী করে সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ঢাকায় দেওয়ানি মামলা নং ৪৭৯/২০০৭ দায়ের করে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও নালিশী আড়তের নামজারির প্রার্থনায় অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষের আরজির বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, মোঃ শাহ আলম ১৯৮০ ইং সাল হইতে ঢাকা কাওরান বাজারস্থিত কাঁচামালের আড়ত ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় বিগত ১২/১১/১৯৮৩ ইং তারিখে ১-২ নং বিবাদীর (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) বরাবরে লিখিত আবেদন করেন যে, কাওরান বাজারের আড়ত জায়গায় মাসিক ভাড়া ধার্য করে তাহার নাম ভাড়াটিয়াদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং মোঃ শাহ আলমের উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ১-২ নং বিবাদীর অফিস হইতে বিগত ১৩/১২/১৯৮৩ ইং তারিখে মোঃ শাহ আলমের বরাবরে স্মারক নং-বাজার/৬০৭৮ (১-৫৫) মূলে পত্র ইস্যু করা হয় এবং মোঃ শাহ আলম উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ২৬/১২/৮৩ ইং তারিখে ১- ২নং বিবাদীর বরাবরে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে ৪৭নং ক্রমিকের আড়তের জন্য ১৯৮৩ ইং সালের জানুয়ারী মাস হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতি মাসের ভাড়া ৩০০.০০ টাকা করে ১২ মাসের মোট ভাড়া (৩০০.০০×১২)= ৩৬০০.০০ টাকা পরিশোধ করেন। মোঃ শাহ

আলম উক্ত ভাড়া পরিশোধ করে ৪৭ নং ক্রমিকের আড়তে ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় মার্কেট নির্মাণের জন্য ২৭/০৫/১৯৮৫ ইং তারিখে ১-২ নং বিবাদীর অফিস হতে স্মারক নং-বাজার/৪১৯১ (১-৫৫) মুলে পত্র ইস্যু করে নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আড়ত ঘরের জায়গা খালি করে দিতে বলা হয়। ১-২ নং বিবাদী কাওরান বাজারে মার্কেট নির্মান কাজ আরম্ভ না করায় মোঃ শাহ আলমসহ অন্যান্য আড়ত ব্যবসায়ীগণ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা অবস্থায় ১-২ নং বিবাদী ৩০/০৭/৮৫ ইং তারিখে মোঃ শাহ আলমের বরাবরে পত্র ইস্যু করে আড়ত ঘরের সালামী বাবদ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেয়। মোঃ শাহ আলম উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সালামীর প্রথম কিস্তি বাবদ ২৫,০০০.০০ টাকা পে-অর্ডার নং ১৭৪২৬, তারিখ-৯/৯/১৯৮৫, পূবালী ব্যাংক, ফার্মগেট শাখা, ঢাকা ৪৭ নং আড়তের বিপরীতে ১-২ নং বিবাদীদের বরাবরে জমা করেন। পরবর্তীতে বিগত ১০/১১/৮৫ ইং তারিখে ২৫,০০০.০০ টাকা ১-২ নং বিবাদীর বরাবরে পরিশোধ করেন। ১-২ নং বিবাদী তফসিল বর্ণিত আড়তের সালামীর টাকা ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা ধার্য্য করলে আড়তদারগণ রীট মামলা দায়ের করলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নালিশী দোকানসহ অন্যান্য দোকানের সালামী বাবদ ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকার স্থলে ২,৫০,০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ধার্য্য করা হয় এবং দোকান বরাদ্দের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। উক্ত তালিকায় বাদীর পূর্ববর্তী

মালিক মোঃ শাহ আলমের নাম ৩৭ ক্রমিকে প্রকাশিত হয়। যাহা সিটি করপোরেশন, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হয় এবং বহাল আছে। মোঃ শাহ আলম তফসিল বর্ণিত আড়তের সালামীর কিস্তির টাকা ১-২ নং বিবাদীর বরাবরে জমা প্রদান করে মাসিক ভাড়া ৩০০.০০ টাকা পরিশোধ করে আড়ত ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় ২৮/০৬/৯৩ ইং তারিখে ১-২নং বিবাদী তফসিল বর্ণিত ৩৮ নং আড়ত / দোকানটি মোঃ শাহ আলমের বরাবরে সাময়িক বরাদ্দপত্র ইস্যু করে এবং উক্ত তারিখে মোঃ শাহ আলমের বরাবরে তফছিল বর্ণিত দোকানের দখল স্বত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়। মোঃ শাহ আলম বরাদ্দ পত্রের শর্ত মোতাবেক সালামী বাবদ মোট ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা বিভিন্ন তারিখে পরিশোধ করেন এবং মাসিক ভাড়া ৩০০.০০ টাকা নিয়মিত পরিশোধ করেন। মোঃ শাহ আলম ১-২ নং বিবাদীর অফিস হতে ট্রেড লাইসেন্স যাহার নম্বর ১৯৭৭২৫ প্রাপ্ত হয়ে আড়তে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। মোঃ শাহ আলম আড়তে ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় তাহার নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তফছিল বর্ণিত আড়তটির দখল স্বত্ব ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকায় গত ২২/০৮/১৯৯৫ ইং তারিখে বাদীর বরাবরে বিক্রয় করে দখল স্বত্ব বাদীকে বুঝিয়ে দেন। মোঃ শাহ আলম ২৮/০৬/১৯৯৩ ইং তারিখের বরাদ্দ পত্রের মূল কপি, দখল স্বত্ব হস্তান্তরের মূলকপি, ১৯৮৩ ইং সন হতে পরিশোধিত ভাড়ার মূল রশিদ, সালামীর টাকা পরিশোধের মূল কপি বাদীকে বুঝিয়ে দেন। মোঃ শাহ আলম ২২/০৮/১৯৯৫ ইং তারিখে বাদীর বরাবরে একটি অঙ্গীকারনামা দলিল প্রদান করে বাদীর নামে উক্ত

আড়ত ঘরটি নামজারী করলে তার কোন আপত্তি নাই মর্মে উল্লেখ করেন। মোঃ শাহ আলমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী মোছাঃ রুকছানা খানম, এক পুত্র রাজিব আলম এবং ৩ কন্যা সুমিয়া আলম, ছাদিয়া আলম, ছামিয়া আলম গত ২০/১১/২০০৭ ইং তারিখে নোটারী পাবলিকের সম্মুখে ১০৮ নম্বর হলফনামা দলিল সম্পাদন করে মোঃ শাহ আলম কর্তৃক বাদীর বরাবরে নালিশী আড়তের পজেশন স্বত্ব বিক্রি স্বীকার করেন। বাদী নালিশী আড়তের পজেশন স্বত্ব ক্রয় সূত্রে মালিক দখল নিয়ত হয়ে মুল বরাদ্দ প্রাপক মোঃ শাহ আলমের নামে ভাড়া পরিশোধ করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসা অবস্থায় ০৩/০১/১৯৯৯ ইং তারিখে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বরাবরে তাহার নামে নামজারীর আবেদন করেন। বাদী নামজারী আবেদনের সাথে বরাদ্দপত্র, হলফনামাসহ প্রয়োজনীয় দলিল পত্রের মূলকপি দাখিল করেন। কিন্তু ১-২ নং বিবাদী বাদীকে নামজারী না দিয়ে নালিশী আড়ত হতে বাদীকে উচ্ছেদের হুমকি দেয়। তখন বাদী ২৫/১০/২০০৭ ইং তারিখে ১-২ নং বিবাদীর বরাবরে আইনগত নোটিশ প্রদান করে তার নামে নামজারীসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সুসম্পন্ন করার অনুরোধ করেন। কিন্তু ১-২ নং বিবাদী বাদীকে নামজারী প্রদান না করে অন্যান্য বিবাদীদের সহায়তায় নালিশী আড়ত হতে বাদীকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। এজন্যে বাদী আড়ত ঘরটির দখলস্বত্ব হিসাবে নামজারী ও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করে অত্র মোকদ্দমাটি দায়ের করেন।

১-২নং বিবাদী (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) লিখিত জবাব দাখিল করে মূল মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১-২ নং বিবাদীর লিখিত জবাবের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, তফসিল বর্ণিত কাওরান বাজার কাঁচা বাজার মালের আড়ত ভবনের/মার্কেটের নিচ তলার ৩৮নং দোকানের মালিক বিবাদী ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। উক্ত মার্কেটটি ১৯৮৩ ইং সালে তৎকালীন ডি, আই, টি, বর্তমানে রাজউক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বরাবরে হস্তান্তর করে। উক্ত মার্কেটটি ডি, আই,টি কর্তৃক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সময় ২য় তালিকার ১৫ জনের মধ্যে ৪নং ক্রমিকে নালিশী ৩৮ নং দোকানের বিপরীতে বকশেদ আলী দেওয়ান, পিতা-মৃত দুলাল দেওয়ানের নাম উল্লেখ ছিল। উক্ত বকশেদ আলী দেওয়ানের নিকট হতে নালিশী দোকান ঘরটি বিগত ০২/০৬/১৯৮০ ইং তারিখে মোঃ শাহ আলম এবং তাহার অপর দুই ভাই, সকলের পিতা-হাবিবুর রহমান ক্রয় করেন। অত্র বিবাদী-ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নালিশী দোকান ঘর বরাদ্দের বিষয়ে ১৯৮৪/৮৫ ইং সনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে বিজ্ঞপ্তি মতে ৩৮নং দোকানের বিপরীতে জনাব মোঃ শাহ আলম, পিতা-হাবিবুর রহমান সালামী বাবদ ২,৫০,০০০.০০ টাকা, উন্নয়ন ফি বাবদ ৫০,০০০.০০ টাকা মোট ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা জমা প্রদান করেন। ফলে অত্র বিবাদী-ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নালিশী ৩৮নং দোকান ঘরটি উক্ত মোঃ শাহ আলম, পিতা-হাবিবুর রহমানের নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত মোঃ শাহ আলম নালিশী দোকান ঘরটি বাদীর নিকট হস্তান্তর করেছে দাবী করে বাদী নালিশী দোকানের নামজারী করার জন্য বিগত ০৩/০১/১৯৯৯ ইং

তারিখে অত্র বিবাদীর বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দোকানটির বিক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য বাদীকে বিগত ০৮/০২/১৯৯৯ ইং তারিখে পত্র দেওয়া হয়। বাদীর জমাকৃত কাগজপত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মুল্যের ষ্ট্যাম্পে হওয়ায় বাদীকে স্মারক নং-বা-১/১৩০, তারিখ-১৭/০৬/১৯৯৯ ইং তারিখে পুনরায় পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাদী উক্ত কাগজপত্র ২০০০ ইং সালে শেষের দিকে দাখিল করেন। উক্ত কাগজপত্রের আলোকে স্মারক নং-১/৩৩৯০, তারিখ-১৩/০৩/২০০১ ইং পত্রের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের রেকর্ডীয় মালিক মোঃ শাহ আলমকে শুনানীতে ডাকা হয়। কিন্তু উক্ত মোঃ শাহ আলম শুনানীতে অনুপস্থিত থাকেন। ইতোমধ্যে নালিশী দোকানের ডি,আই,টি তালিকাভুক্ত ৪নং ক্রমিকের সদস্য বকশেদ আলী দেওয়ান বিগত ২১/০৩/২০০১ ইং তারিখে নামজারী বন্ধের জন্য বিবাদী-কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করেন এবং রেকর্ডীয় মালিক মোঃ শাহ আলম মৃত্যুবরণ করায় তার ভাই নুরে আলমও নালিশী দোকানের নামজারী না করার জন্য অনুরোধ করে পৃথক আবেদনপত্র দাখিল করলে বাদীর অনুকুলে নামজারী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উক্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত বকশেদ আলী দেওয়ান, নুরে আলম এবং অত্র মোকদ্দমার বাদী মোঃ মামুনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিগত ২০/০৬/২০০২ এবং ০৭/০৭/২০০২ ইং তারিখে শুনানীতে ডাকা হয়। বকশেদ আলী দেওয়ান ও নুরে আলম বিগত ০৭/০৭/২০০২ ইং তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করে। কিন্তু অত্র

মোকদ্দমার বাদী অনুপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২/০৮/২০০২ ইং তারিখে শুনানীতে ডাকা হলে বাদী পুনরায় সময় চেয়ে ০৪/০৯/২০০২ ইং তারিখে শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে নালিশী দোকান ঘরের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগকারী এবং বর্তমান দখলকারের শুনানী গ্রহণ করে কর্পোরেশনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে নথি বিবাদী কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬ এর নিকট প্রেরণ করা হয়। বিবাদী সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-৬ সুপারিশ প্রদান করে বলেন-

> “অভিযোগকারী ও তাহার পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য, বিবাদীপক্ষের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় দেখা যায় যে, অভিযোগকারী জনাব নুরে আলমসহ তাহার দুই ভাই অর্থ্যাৎ তিন ভাই মিলে বিরোধীয় দোকানটি ক্রয় করেন। অভিযোগকারী জাপানে চলে যাওয়ায় এবং অপর ভাই মোঃ শাহজাহান প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারনে দোকানের কোন খোঁজখবর নিতে না পারায় অন্য ভাই যিনি দোকান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ায় তৎকালীন উক্ত মার্কেটের সেক্রেটারী জনাব সুন্দর আলী তার ছেলের নামে দোকানটির ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরি করে `নিজে দোকানটি দখল করে নেয়। অবৈধ দখলকারকে

আইনানুগভাবে উচ্ছেদপূর্বক অভিযোগকারী নুরে আলম গংদের বিরোধীয় দোকানের বাস্তব দখল প্রদান করা যায়।”

উপরোক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে এবং অত্র মোকদ্দমার বাদীর মালিকানার বিষয়টি সঠিক নহে বিধায় নামজারী সংক্রান্তে বিবাদী-কর্পোরেশনের বিধান মোতাবেক বাদীর অনুকুলে নামজারী করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে নালিশী দোকানটি জনাব মোঃ শাহ আলমের নাম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের রেকর্ড বহিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং তার নামে ভাড়া ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায় করা হচ্ছে। বাদীর মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং হয়রানিমুলক বিধায় খারিজ যোগ্য।

৩-৫ নং বিবাদী (দরখাস্তকারী মোঃ নূরে আলম এবং মোঃ শাহজাহানের ওয়ারিশ) পৃথক লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ৩-৫ নং বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, নালিশী তফছিল কাওরান বাজার কাঁচামালের আড়ত ভবন / মার্কেটের ৩৮ নং দোকান। কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার ১৫ জন আড়তদারদের গত ০১/০৪/১৯৭৭ ইং তারিখ হতে ৩১/১২/১৯৭৭ ইং তারিখ পর্যন্ত মাসিক ৩০০.০০ টাকা অগ্রীম প্রদান সাপেক্ষে ১৫টি দোকান ডি.আই.টি, ঢাকা দপ্তর হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত ১৫ জনের মধ্যে জনাব বকশেদ আলী দেওয়ানের নাম ৪নং ক্রমিকে ছিল। উক্ত আড়তঘরটি তাহার ব্যবসার স্বপক্ষে তৎকালীন কাওরান বাজার আড়ত মালিক সমিতির সেক্রেটারী যিনি বাদীর পিতা নালশী আড়তের ব্যবসার স্বপক্ষে হলফনামা দাখিল করেন এবং ডি, আই,টি

কর্তৃক উহা অনুমোদিত হয়। অতঃপর সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ণিত কাঁচামালের আড়ত সমূহ ডি, আই,টি দপ্তর হতে সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। উক্ত হস্তান্তরকালে হস্তান্তরিত তালিকায় উক্ত বকশেদ আলী দেওয়ানের নাম ৩৭ নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধ থাকে। অতঃপর উক্ত তালিকা মোতাবেক একজন বরাদ্দ প্রাপক হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় বকশেদ আলী দেওয়ান নালিশী আড়ত ঘরটি বিগত ০২/০৬/১৯৮০ ইং তারিখে তিন ভাই যথা: (১) মোঃ শাহ আলম (২) মোঃ শাহাজাহান ও (৩) মোঃ নুরে আলমদের নিকট বিক্রয় করে দখল বুঝিয়ে দেন। উক্তরূপে অত্র বিবাদীগন নালিশী আড়তটির ভোগ-দখলে থাকাবস্থায় তিন ভাইয়ের মধ্যে মোঃ শাহ আলমের উপর আড়ত পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। মোঃ শাহ আলম আড়ত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করাকালে ৩নং বিবাদী লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকায় এবং তার অপর ভাই মোঃ শাহজাহান উক্ত সময়ে গুরুতর অসুস্থ থাকার সুযোগে বাদীর পিতা সমিতির সেক্রেটারী হিসাবে আড়ত ঘরটি আত্মসাতের কৌশল গ্রহণ করে। সে সরকারি দপ্তরের সকল টাকা- পয়সা মোঃ শাহ আলমের একক নামে জমা করতে থাকে যা অত্র বিবাদীগন জ্ঞাত ছিল না। ইতোমধ্যে ৩নং বিবাদী মোঃ নুরে আলম চাকুরির উদ্দেশ্যে জাপান গমন করেন এবং ৪নং বিবাদীর পিতা ও ৫নং বিবাদীর স্বামী মোঃ শাহজাহান মৃত্যুবরণ করে। ৩নং বিবাদী মোঃ নুরে আলম দীর্ঘদিন বিদেশে কর্মরত থাকার পর ২০০১ সালে দেশে ফিরে এসে নালিশী তফসিল বর্ণিত আড়ত ঘরে গিয়ে দেখতে পান আড়তটি বাদী ও বাদীর পিতা সুন্দর আলী তার পুত্রের মালিকানা হিসাবে দাবী করেন।

এই বিবাদীগন নিজেরা আড়তের মালিক দাবি করায় বাদীর পিতা মারমুখী হয়ে ৩নং বিবাদীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং তফছিল বর্ণিত আড়ত ঘর এলাকার থেকে দ্রুত সরে যেতে বলেন। এই বিবাদীগন আড়তটি নিজ মালিকানায় ফেরত প্রাপ্তির জন্য পুরাতন ও নতুন আড়তদার এবং আড়ত মালিক সমিতির নিকট আবেদন করেন। কিন্তু উহাতে কোন ফল প্রাপ্তি না হওয়ায় এবং আরও কালক্ষেপনের সম্ভাবনা দেখা দেয়ায়, ৩নং বিবাদী ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনে কোন ফল না হওয়ায়, ৩নং বিবাদী বিগত ৩০/০১/২০০২ ইং তারিখে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবরে তফছিল বর্ণিত আড়ত ঘর হতে অবৈধ দখলকার উচ্ছেদক্রমে দখল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০/০৬/২০০২ ইং তারিখে বকশেদ আলী দেওয়ান এবং বাদী মোঃ মামুন সহ অত্র ৩নং বিবাদীকে কর কর্মকর্তা, বাজার-১, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন শুনানীর জন্য ডাকেন। পরবর্তীতে বিগত ০৭/০৭/২০০২ ইং তারিখে পুনরায় শুনানীর জন্য ডাকেন। এই বিবাদীগন শুনানীতে হাজির হলেও বাদী শুনানীতে উপস্থিত না হয়ে আড়তটি আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। পরবর্তীতে বিগত ২২/০৮/২০০২ এবং ০৪/০৯/২০০২ ইং তারিখ শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য হয়। ০৪/০৯/০২ ইং তারিখে শুনানী অনুষ্ঠিত হয়। অত্র বিবাদীগণ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দপ্তরে ঘুরাঘুরি করার পরও কোন প্রতিকার প্রাপ্ত হন নাই। এই বিবাদীগন ক্রয়সুত্রে নালিশী আড়তের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের নামে

তফছিল বর্ণিত আড়তের নামজারী করার জন্য প্রধান কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বরাবরে বিগত ০৪/০৬/২০০৭ ইং তারিখে আবেদন করেন। ৩নং বিবাদী বাদীপক্ষের বিভিন্ন ধরণের হুমকির কারণে তেজগাঁও থানায় বিগত ০৪/০৭/০৭ ইং তারিখে ৪৮৩ নং সাধারণ ডাইরী করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিগত ০৭/০৮/০৭ ইং তারিখে পত্র ইস্যু করে ১৬/০৮/০৭ ইং তারিখে শুনানীর দিন ধার্য্য করেন। উক্ত শুনানীতে উভয় পক্ষ হাজির হয়ে বক্তব্য পেশ করেন। সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কর্তৃক শুনানী গ্রহন শেষে বাদীর কাগজপত্র জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত মর্মে মতামত দিয়ে ৩নং বিবাদী নুরে আলম গণই নালিশী আড়ত ঘরটির প্রকৃত মালিক মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সুতরাং বাদীর মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে, গত ২৭/০৯/২০১২ ইং তারিখে (ডিক্রি সহির তারিখ ১০/১০/২০১২ ইং) বিজ্ঞ সহকারী জজ, ২য় আদালত, ঢাকা মামলাটিতে দোতরফাসুত্রে ডিক্রী প্রদান করেন।

উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ১-২ নং বিবাদী আপীলকারী হিসাবে বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা আদালতে দেওয়ানী আপীল নং ৭৬/২০১৩ দায়ের করেন। যাহা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকায় শুনানীর জন্য বদলি হয়।

আপীলের পিটিশনে আপীলকারীগণ দাবী করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত পক্ষদের মামলা ও সাক্ষ্য-প্রমানাদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়ে রায় প্রদান করেছেন। নালিশী আড়ত ঘরটিতে বাদীপক্ষ নিজ অনুকুলে দখল-স্বত্ব প্রমাণ করতে পারেন নাই

তথাপি মামলাটিতে ডিক্রী প্রদান করা বিচারিক আদালতের সঠিক হয়নি। অতএব, আপীল মামলাটি মঞ্জুর করে মূল মামলাটি খারিজাদেশ প্রদানের প্রার্থনা করেন।

উক্ত পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ কওে, এবং আরজি, জবাব, সাক্ষ্য এবং দলিলাদি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা গত ০৩.০৪.২০১৬ ইং তারিখে (ডিক্রি সহির তারিখ ১০.০৪.২০১৬) আপীলটি নামঞ্জুর করেন।

৩ নং বিবাদী, যিনি কোন আপীল দায়ের করেননি, আপীল আদালতের গত ০৩.০৪.২০১৬ ইং তারিখে রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে অত্র রিভিশনটি দায়ের করেন।

জনাব কাজী রেজাউল হোসেন, বিজ্ঞ আইনজীবি দরখাস্তকারীর পক্ষে তাহার বক্তব্যে বলেন যে, নালিশী তপছিল দোকানের নং ৩৮। কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকার ১৫জন আড়তদারদের গত ০১/০৪/১৯৭৭ ইং তারিখ হইতে ৩১/১২/১৯৭৭ ইং পর্যন্ত মাসিক ৩০০.০০ (তিন শত) টাকা অগ্রীম প্রদান সাপেক্ষে ১৫ টি আড়ত ঢাকাস্থিত ডি, আই, টি দপ্তর হইতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত ১৫ জনের মধ্যে জনাব বকশেদ আলী দেওয়ান এর নাম ৪ নং ক্রমিকে ছিল। উক্ত আড়তটি তার ব্যবসার স্বপক্ষে তৎকালীন কাওরান বাজার আড়ত মালিক সমিতির সেক্রেটারী যিনি বাদীর পিতা নালিশী আড়তের ব্যবসার স্বপক্ষে হলফ নামা দাখিল করে এবং ডি, আই, টি কর্তৃক উহা অনুমোদিত হয়। অতঃপর সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্নিত কাচামালের আড়ত ডি, আই, টি দপ্তর হইতে সিটি

কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হয়। উক্ত হস্তান্তরের সময় হস্তান্তরিত তালিকায় উক্ত বকশেদ আলী দেওয়ানের নাম ৩৭ নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর উক্ত তালিকা মোতাবেক একজন বরাদ্দ প্রাপক হিসাবে ব্যবসা পরিচালনা করা অবস্থায় বকশেদ অলী দেওয়ান নালিশী আড়ত ঘর টি বিগত ০২/০৬/১৯৮০ ইং তারিখে তিন ভাই যথা: (১) মোঃ শাহ আলম (২) মোঃ শাহজাহান (৩) মোঃ নুরে আলমদের নিকট বিক্রয় করে দখল বুঝিয়ে দেন। উক্তরুপে অত্র দরখাস্তকারী এবং তাহার ভাইয়েরা নালিশী দোকানটির ভোগ দখলে থাকাবস্থায় তিন ভাইয়ের মধ্যে শাহ আলমের উপর আড়ত পরিচালনার দায়িত্ব পরে। মোঃ শাহ আলম আড়ত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করা কালে দরখাস্তকারী লেখা পড়ার ব্যস্ত থাকায় এবং তার অপর ভাই মোঃ শাহজাহান উক্ত সময়ে গুরুতর অসুস্থ থাকার সুযোগে বাদীর পিতা সমিতির সেক্রেটারী থাকাকালীন আড়ত ঘরটি আত্মসাতের কৌশল অবলম্বন করেন এবং মোঃ শাহ আলমের ব্যবসার সহায়তাকারীর অভিনয় করেন এবং তিনি সরকারী দপ্তরের সকল টাকা পয়সা মোঃ শাহ আলমের একক নামে জমা দেন। যাহা অত্র বিবাদীগন জ্ঞাত ছিল না। সেই সুযোগ্য বাদী-অপরপক্ষ তাহার দখল স্বত্ব প্রমানের জন্য কিছু কাগজপত্র সৃজন করেছেন।

দরখাস্তকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তাহার বক্তব্যে আরও বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কর্তৃক শুনানী গ্রহন করে বাদী অপরপক্ষের কাগজপত্র জালজালিয়াতির মাধ্যমে সৃজিত মর্মে মতামত দিয়ে দরখাস্তকারী নূরে আলম এবং তাহার ভাইয়েরাই নালিশী

আড়তঘরটির প্রকৃত মালিক মর্মে সিদ্ধান্ত দেন। অথচ উভয় আদালত সাক্ষ্য এবং কাগজপত্র যথাযথ পর্যালোচনা ছাড়াই রায় দিয়েছে। যাহা হস্তক্ষেপ যোগ্য।

জনাব মোঃ জাকির হোসেন, বাদী অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার বক্তব্যে বলেন যে, আড়ত ঘরটির মূল মালিক ছিল ডি.আই টি, বর্তমান রাজউক এবং উহা পরবর্তীতে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনের উপর বর্তায় এবং মোঃ শাহ আলম ছিল উক্ত আড়ত ঘরটির বরাদ্ধ প্রাপ্ত দখলদার। মোঃ শাহ আলম নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় গত ২২.০৮.১৯৯৫ ইং তারিখে বাদী-অপরপক্ষ নিকট আড়তঘরটি দখল স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং বাদী অপরপক্ষ বরাবর দখল বুঝিয়ে দেন এবং তখন থেকে বাদী-অপরপক্ষ উক্ত আড়ত ঘরটি পরিচলনা করে আসছেন। বাদী-অপরপক্ষ বিবাদী-অপরপক্ষ নং ২-৩ বরাবর আড়তঘরটির নামজারীর জন্য আবেদন করেন তখন বিবাদী দরখাস্তকারী এবং বকশেদ আলী দেওয়ান এর আপত্তির কারনে নামজারী দেয় নাই। উপরন্ত আড়তঘরটি থেকে দরখাস্তকারী এবং ২-৩ নং অপরপক্ষ বাদী অপরপক্ষকে উচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তখন বাদী-অপরপক্ষ উপরোক্ত মামলাটি দায়ের করেন।

বাদী-অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, মোঃ শাহ আলম এর ওয়ারিশ বাদীকে সমর্থন করে হলফনামা দিয়েছে। মোঃ শাহ আলম এর ভাইয়েরা মোঃ শাহ আলম এর ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ বছর পর মিথ্যা অযুহাতে মোঃ শাহ

আলমের সহিত তাহার ভাইয়েরা উক্ত দোকান ঘরের সমভাবে বরাদ্দ প্রাপ্ত বলে দাবী করে। যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তির উপর নির্ভরশীল এবং কোন কাগজপত্র দ্বারা সমর্থিত নয়।

বাদী-অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, দরখাস্তকারী বিবাদীপক্ষ তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন কাগজপত্র প্রদর্শনী আকারে আদালতে দাখিল করেন নাই। তাই সিটি কর্পোরেশন সহ বিবাদী-দরখাস্তকারীর বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই কারনে নিম্ন আদালত আরজি, জবাব ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মামলাটির ডিক্রী দিয়েছেন যাহা আপীল আদালত বহাল রেখেছেন। অতএব আইনগত কোন প্রশ্ন জড়িত না থাকলে রিভিশন আদালতে আপীল আদালতের রায় হস্তক্ষেপ যোগ্য নয়।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। উভয় আদালতের রায় ও ডিক্রী, আরজি, জবাব এবং সাক্ষ্য পর্যালোচনা করিলাম।

ইহা উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, নালিশী আড়তসহ মার্কেটটির মূল মালিক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। দরখাস্তকারীর দাবী হচ্ছে যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পূর্বে তৎকালীন ডি,আই,টি নালিশী মার্কেটের মালিক ছিল। অত্র রিভিশনের দরখাস্তকারী এবং ২ ও ৩ নং অপরপক্ষ উভয়েই লিখিত জবাবে দাবী করেন যে, ডি,আই,টি কর্তৃক নালিশী মার্কেটটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তরের সময় দ্বিতীয় তালিকার ১৫ জনের মধ্যে ৪নং ক্রমিকে নালিশী ৩৮ নং আড়তের বিপরীতে বকশেদ আলী দেওয়ানের নাম উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ নং ২-৩ এ মর্মে কোন কাগজপত্র

আদালতে দাখিল করেন নাই। উপরন্ত ডি, ডব্লিউ-১ মোঃ ওয়ালিউল্ল্যাহ তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, "ডি, আই,টি থেকে সিটি কর্পোরেশনের নিকট যখন নালিশী মার্কেট হস্তান্তর করা হয় তখন নালিশী দোকানের বিপরীতে কারও নাম আসে নাই।" সুতরাং ডি,আই,টি কর্তৃক নালিশী আড়ত বকশেদ আলী দেওয়ানের নামে বরাদ্দ প্রদানের দাবিটি প্রমানিত হয় নাই।

দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ নং ২-৩ আরো দাবী করেন যে, বকশেদ আলী দেওয়ানের নিকট হতে ০২/০৬/১৯৮০ ইং তারিখে তিন ভাই যথা: (১) মোঃ শাহ আলম, (২) মোঃ শাহজাহান এবং (৩) মোঃ নুরে আলম নালিশী আড়ত ঘরটি খরিদ করেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন কাগজ প্রদর্শনী আকারে জমা প্রদান করেন নাই। ইহাও স্বীকৃত যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নালিশী আড়তটির বরাদ্দের জন্য ১৯৮৪/৮৫ সনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তি মতে ৩৮ নং দোকানের বিপরীতে মোঃ শাহ আলম, পিতা হাবিবুর রহমান সালামী বাবদ ২,৫০,০০০.০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং উন্নয়ন ফি বাবদ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) জমা প্রদান করেন। ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নালিশী ৩৮ নং দোকান ঘরটি উক্ত মোঃ শাহ আলম, পিতাঃ হাবিবুর রহমান এর নামে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বাদী-অপরপক্ষ দাবী করেন যে, মোঃ শাহ আলম তাহার একক নামে আড়ত বরাদ্দের জন্য আবেদন করে নির্ধারিত সালামী পরিশোধ করে নালিশী আড়ত বরাদ্দ প্রাপ্ত হন। বাদী-অপরপক্ষ উক্ত বরাদ্দপত্রের মুল কপি

আদালতে দাখিল করেছেন যাহা প্রদর্শনী ৬ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। মোঃ শাহ আলম, মোঃ শাহজাহান, মোঃ নুরে আলম তিন ভাই। অথচ নথী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত দোকানঘরটির বরাদ্দপত্র মোঃ শাহ্ আলমের একক নামে। সুতরাং মোঃ শাহ্ আলম নালিশী আড়তটি বকশেদ আলী দেওয়ানের নিকট হতে দখল স্বত্ব ক্রয় করেছেন মর্মে প্রতিমান হয় না। বরং মোঃ শাহ্ আলমের নামে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নালিশী আড়তটি ১৯৮৪/৮৫ সনে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে মোঃ শাহ আলম বা তার ভাইদের বকশেদ আলী দেওয়ানের নিকট থেকে খরিদের বিষয়ে বর্ণনা নাই। উপরন্ত মোঃ শাহ্ আলম নালিশী আড়ত বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করে সেখানে ব্যবসা পরিচালনা করত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

বাদী-অপরপক্ষ আড়তটি মোঃ শাহ্ আলমের নিকট হতে খরিদের দাবী করেছে। দরখাস্তকারী মোঃ নুরে আলম অত্র মোকদ্দমার ৩নং বিবাদী, এবং ৪-৫ নং অপরপক্ষ অপর ভাই মোঃ শাহাজানের ওয়ারিশ, এবং ৬-১০ নং অপরপক্ষ মোঃ শাহ আলমের ওয়ারিশ। দরখাস্তকারীর বক্তব্য হচ্ছে বাদী-অপরপক্ষ এর পিতা সুকৌশলে মোঃ শাহ্ আলমের নিকট হতে নালিশী আড়তটি আত্মসাত করেছেন। দরখাস্তকারী মোঃ শাহ আলমের ওয়ারিশ হিসাবে নালিশী আড়তটি দাবী করে না। অপরপক্ষ নং- ৬-১০ মোঃ শাহ্ আলমের ওয়ারিশ অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। দরখাস্তকারী এবং তাহার অপর দুই ভাই সহ আড়ত ঘরটি বকশেদ আলী দেওয়ান

এর নিকট থেকে ক্রয় করেছেন মর্মে আদালতে দাবি করেন। কিন্তু তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে কোন দালিলীক প্রমান প্রদর্শনী আকারে আদালতে দাখিল করেন নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বাদী-অপরপক্ষ, মোঃ মামুন আদালতে তাহার আরজির সমর্থনে জবানবন্দি প্রদান করেছেন এবং তাহার বক্তব্যের সমর্থনে নালিশী আড়তের দখলী স্বত্ব বিক্রয়ের দলিল, প্রদর্শনী নং ৮; মোঃ শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামা, প্রদর্শনী নং ৯; এবং মোঃ শাহ আলম কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা, প্রদর্শনী নং ১০, আকারে আদালতে দাখিল করেছেন। দরখাস্তকারী মোঃ নূরে আলম, পি,ডব্লিউ-১, মোঃ মামুন, কে জেরা করে বাদী-অপরপক্ষের পিতা মোঃ শাহ আলমের স্বাক্ষর জাল করে উক্ত দলিলগুলো সৃজন করেছেন মর্মে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন হস্তরেখা বিশারদের মতামত নেন নাই। দরখাস্তকারী তাহার লিখিত জবাবে মোঃ শাহ আলম দরখাস্তকারীর বরাবরে নালিশী আড়ত হস্তান্তর করেন নাই এইরূপ কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই। বাদী-অপরপক্ষ দাবী করেন যে, মোঃ শাহ আলমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ (অপরপক্ষ নং ৬-১০) গত ২০/১১/২০০৭ ইং তারিখে নোটারী পাবলিকের সম্মুখে হলফনামা সম্পাদন করে তাদের পূর্ববর্তী মোঃ শাহ আলম কর্তৃক বাদী-অপরপক্ষ বরাবরে নালিশী আড়তের পজেশন স্বত্ব হস্তান্তরের কথা স্বীকার করেছেন এবং বাদী-অপরপক্ষ উক্ত হলফনামা আদালতে দাখিল করেছে, যাহা প্রদর্শনী নং ১৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে; এবং দরখাস্তকারী উক্ত হলফনামা সঠিক নহে মর্মে প্রমাণের কোন চেষ্টা করেন নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, অপরপক্ষ নং ৬-১০ অর্থাৎ মোঃ শাহ আলমের বিধবা স্ত্রী, পুত্র এবং

কন্যাগণ মামলাটির কোন অবস্থায় এসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই উপরন্ত মোঃ শাহ আলমের ওয়ারিশগণ, অপরপক্ষ নং ৬-১০, বাদী-অপরপক্ষের বক্তব্যকে হলফনামা দিয়ে সমর্থন করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের জবাব থেকে এবং নথী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোঃ শাহ আলম নালিশী আড়তঘরের একজন এককভাবে বরাদ্দ প্রাপ্ত দখলকার। সুতরাং দরখাস্তকারী নালিশী আড়ত ঘরটির যৌথ মালিকানা দাবী করার কোন প্রমাণ আদালতে নাই। এখানে আরও দেখা যায় যে, মোঃ শাহ আলমের নামেই নালিশী আড়তঘরটি ভাড়া সিটি কর্পোরেশনে পরিশোধ করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বাদী-অপরপক্ষ নামে নামজারী করে না দেওয়ায় বাদী-অপরপক্ষ তার পূর্ববর্তী মালিক মোঃ শাহ আলমের নামে নালিশী আড়ত ঘরের ভাড়া পরিশোধ করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। দরখাস্তকারী পক্ষ কোন ভাড়ার রশিদ বা লীজ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র আদালতে দাখিল করেন নাই। অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় যে, নালিশী আড়ত ঘরটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হতে ১৯৮৪/৮৫ সনে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একক নামে মোঃ শাহ আলম বরাদ্দ পান এবং মোঃ শাহ আলম একক নামে বরাদ্ধ পেয়ে আড়ত ঘরের সালামী এবং উন্নয়ন ফি জমা প্রদান করে দখলস্বত্ব বজায় রেখে আড়ত ঘরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। ১৯৮৪/৮৫ সালের পূর্বেকার ঘটনাটি দরখাস্তকারী বা সিটি কর্পোরেশন আদালতে প্রমান করতে পারেন নাই। ডি.আই.টি বা রাজউক থেকে মার্কেটটির মালিকানা সিটি কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত

হবার পর ১৯৮৪/৮৫ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আড়ত ঘরটি মোঃ শাহ আলমের একক নামে বরাদ্ধ দেওয়া হয়। যাহা ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃকও স্বীকৃত। এই অবস্থায় দরখাস্তকারী এবং তাহার ভাইয়েরা বকশেদ আলী দেওয়ান থেকে দখলস্বত্ব ক্রয় করেছেন এই বক্তব্য গ্রহন যোগ্য নয়।

বাদী-অপরপক্ষ তাহার আরজির সমর্থনে মৌখিক ও দালিলীক সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে সক্ষম হয়েছেন যে, ১৯৮৪/৮৫ সালে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন থেকে আড়ত ঘরটি মোঃ শাহ আলম একক নামে বরাদ্দ পেয়েছেন এবং তিনি একক নামে সালামী ও উন্নয়ন কর পরিশোধ করেছেন এবং পরবর্তীতে মাসিক ভাড়া প্রদান করেন। পরবর্তীতে মোঃ শাহ আলম নালিশী আড়তটি বাদী-অপরপক্ষ বরাবরে দখল স্বত্ব বিক্রয় করে দখল হস্তান্তর করেন। ইহাও স্বীকৃত যে, বাদী-অপরপক্ষ বর্তমানে নালিশী আড়ত ঘরটি দখল স্বত্ব বজায় রেখে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। দরখাস্তকারী এবং অপরপক্ষ নং ২-৩ বাদী-অপরপক্ষ কে নালিশী আড়ত ঘরের অবৈধ দখলকার বলেছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বাদী-অপরপক্ষ নালিশী আড়ত ঘরটির অবৈধ দখলকার নয় বরং তিনি বরাদ্দ প্রাপ্ত মোঃ শাহ আলমের নিকট হতে নালিশী আড়ত ঘরের দখল স্বত্ব খরিদ করে দীর্ঘ বছর যাবত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং মোঃ শাহ আলমের নামে নালিশী আড়ত ঘরের ভাড়া পরিশোধ করিতেছেন। মোঃ শাহ আলমের ওয়ারিশ বা দরখাস্তকারী কোনদিন নালিশী আড়ত ঘরের ভাড়া পরিশোধ করেন

নাই বা তাহারা তাহা দাবীও করেন নাই। এসব আলোচনার ভিত্তিতেই নিম্ন আদালত অত্র মামলাটি বাদী-অপরপক্ষ এর অনুকুলে নিস্পত্তি করেন এবং আপীল আদালত উক্ত রায় বহাল রাখেন। যাহা ঘটনা ও আইন দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় তাহা হস্তক্ষেপযোগ্য নয়। কাজেই রিভিশন দরখাস্তটি দরখাস্তকারীর প্রতিকুলে নিস্পত্তি হওয়া উচিৎ।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এই দেওয়ানী রিভিশন মামলাটি বিবাদী-দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দোতরফাসুত্রে বিনা খরচায় না মঞ্জুর করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক দেওয়ানী আপিল নং ৭৬/২০১৩ এর গত ০৩.০৪.২০১৬ ইং তারিখের (ডিক্রী সহির তারিখ ১০.০৪.২০১৬ ইং) রায় এবং ডিক্রী বহাল রাখা হল।

এই রায়ের অনুলিপিসহ উভয় আদালতের নথী প্রেরন করা হউক।